যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

ডা রাহীন

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু’আ

اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ».

আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু ‘আলাইনা বিলআমনি ওয়ালঈমানি ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীকি লিমা তুহিব্বু রব্বানা ওয়া তারদ্বা, রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ)

“আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করুন নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে;
আর হে আমাদের রব্ব! যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন তার প্রতি তাওফীক লাভের সাথে। আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং তোমার (চাঁদের) রব্ব।” সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৫৭।

যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব

আল্লাহ তা‘আলা এর কসম করেছেন : আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো কিছুর কসম করেন তা কেবল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাই প্রমাণ করে। মহান সত্তা শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরই কসম করেন।

وَ الۡفَجۡرِ ۙ -------- শপথ ফজরের

وَ لَيَالٍ عَشۡرٍ ----- শপথ দশ রাতের

وَّ الشَّفۡعِ وَ الۡوَتۡرِ ۙ ----- শপথ জোড় ও বেজোড়ের(সুরা ফজরঃ১-৩)

- ইবনে আব্বাস রা, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যা সর্বোত্তম দিন বলে বিভিন্ন হাদীসে স্বীকৃত।
- দশ দিনের তাফসীরে জাবের রা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা বলেন, “নিশ্চয় দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন।” [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/২২০
- وَ الۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের।
- وَ شَاهِدٍ وَّ مَشۡهُوۡدٍ ؕ শপথ দ্রষ্টার ও দৃষ্টের। সূরা বুরুজঃ ২-৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ((وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ)বা প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। আর مَشْهُودএর অর্থ আরাফার দিন এবং شاهدএর অর্থ শুক্রবার দিন। জুম’আর দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিনে কোন সূর্য উদিত হয়নি এবং ডুবেওনি। সেদিন এমন একটি সময় আছে, কোন মুমিন বান্দা যখনই কোন কল্যাণের দো’আ করে তখনই তার দো’আ কবুল করা হয়। অথবা যদি কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তখনই তাকে আল্লাহ তা থেকে আশ্রয় দেয়।” [তিরমিযী: ৩৩৩৯]

যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব

- **এটি এমন দিন যেদিন আল্লাহ্ তাআলা বনী আদম থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন:**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ নামানে -অর্থাৎ আরাফার ময়দানে- আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তিনি আদমের মেরুদণ্ডে তাঁর যত বংশধরদের রেখেছেন তাদের সবাইকে বের করে এনে অণুর মত তাঁর সামনে ছড়িয়ে দেন। এরপর সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সকলে বলে: হ্যাঁ অবশ্যই; আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শির্কের মাধ্যমে) যারা তাদের আমলকে বাতিল করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭২-১৭৩] হাদিসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। অতএব, কতই না মহান সেই দিন এবং কতইনা মহান সে প্রতিশ্রুতি।

*** এটি গুনাহ্ মাফের দিন, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দিন, আরাফাবাসীদের নিয়ে গৌরব করার দিন:**

সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "আরাফার দিনের চেয়ে উত্তম এমন কোন দিন নেই যেই দিন আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন; নিশ্চয় তিনি নিকটবর্তী হন; অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গৌরব করে বলেন: এরা কি চায়?"

ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ আরাফাবাসীদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গৌরব করে বলেন: আমার বান্দাদের দিকে তাকাও; তারা এলোমেলো চুল ও ধুলোমলিন হয়ে আমার কাছে এসেছে।"[মুসনাদে আহমাদ; আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

যিলহজ্জ মাসের মর্যাদা

১। হজের সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং শেষ হয় যিলহজের দশ তারিখে তথা ঈদের দিনে বা যিলহজের শেষ তারিখে। এটাই বিশুদ্ধ মত। হজ্জের মাস সমূহ (শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জ) কেননা আল্লাহ বলেন,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]

"হজের মাসসমূহ সুনির্দিষ্ট জানা।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৭] শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

২। এটি হারাম মাস বা পবিত্র মাস সমূহের একটি।
৩। এর প্রথম ১০দিনের ইবাদাতের বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোন আমল নেই। তারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল স. আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়েও প্রিয় নয়? রাসূল স. বললেন, না আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে গেলো অতঃপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এলো না। সহিহ আল বুখারী: ২/৪৫৭

৪। এই মাসে বিদায় হজ্জ ভাষনের শিক্ষা মনে করিয়ে দেয়।
৫। অন্যতম একটি ইবাদাত কুরবানী করা। ইবরাহীম আ ও তাঁর পরিবারের ত্যাগের ও আনুগত্যের বাস্তব নমুনা স্মরন করিয়ে দেয়।
৬। আনন্দের দিন ঈদের দিন(১০ই যিলহজ্জ) যা আইয়ামে তাশরিকের(যিলহজ্জ ১১,১২,১৩) দিনসহ খুশির বা পানাহারের দিন।

যিলহজ্জ মাসে করনীয়

সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোন আমল নেই। তারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল স. আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়েও প্রিয় নয়? রাসূল স. বললেন, না আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে গেলো অতঃপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এলো না। সহিহ আল বুখারী: ২/৪৫৭

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, এই দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এই সময় তাহলীল(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর(আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ(আলহামদুলিল্লাহ) বেশী করে পাঠ কর।আহমাদ: ১৩২

যে কুরবানী করতে চায় সে কোন কাজ থেকে বিরত থাকবে?

উম্মু সালামাহ রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করার ইচ্ছে করে সে যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সে যেন চুল ও চামড়া থেকে কোন কিছু স্পর্শ না করে। অন্য বর্ণনায় আছে, কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। সহিহ মুসলিম: ১৯৭৭, মিশকাত: ১৪৫৯

এর পেছনে হেকমত হল, হাজীদের সাথে কুরবানী কারীর কিছু ক্ষেত্রে বৈশিষ্টগত মিল থাকা। অর্থাৎ হাজীগণ যেমন কুরবানী করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে থাকে তেমনি কুরবানীকারীও কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে থাকে। ঠিক তদ্রূপ হাজী সাহেবগণ যেমন এহরাম অবস্থায় নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকে কুরবানীকারীগণও নখ-চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থেকে তাদের এই অবস্থার সাথে শামিল হয়। বলিষ্ঠ মতানুসারে এখানে এ নির্দেশ ওয়াজিবের অর্থে এবং নিষেধ হারামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তা ব্যাপক আদেশ এবং অনির্দিষ্ট নিষেধ, যার কোন প্রত্যাহতকারীও নেই। কিন্তু যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই চুল-নখ কাটে, তবে তার জন্য জরুরী যে, সে যেন আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে। আর তার জন্য কোন কাফফারা নেই।

যিলহজ্জ মাসে করনীয়

যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার প্রচেষ্টা করা ও নতুন চাঁদ দেখে দু'আ করা।

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

''আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ্! তুমি এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি এবং ইসলামের সাথে উদিত কর। হে চাঁদ! আমাদের এবং তোমার একমাত্র রব হচ্ছেন আল্লাহ্।

১। ফরয ওয়াজিব আমলগুলো আরো বেশী যত্ন ও গুরুত্বের সাথে আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২। অনুশোচনার সহিত তাওবা-ইস্তেগফার করে ভালো কাজে শরীক থাকার চেষ্টা করা।

৩। সাওম পালন করাঃ হুনাইদাহ ইবনে খালিদ তার স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূল স. এর একজন স্ত্রী বলেছেন, রাসুল স. সাধারনত সওম রাখতেন যিলহজ্জের প্রথম নয় দিন, আশুরার দিন, প্রতি মাসের তিন দিন, মাসের প্রথম সোমবার এবং ২টি বৃহস্পতিবার। আল নাসায়ী ৪/২০৫, আবু দাউদ ২/৪৬২, সহিহ আল আলবানী

রাসূল স. বলেছেন, আরাফার দিনের সওম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহন করে থাকেন। সহিহ মুসলিম: ১১৬৩

যিলহজ্জ মাসে করনীয়

৪। তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর পড়াঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পারে”[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ হচ্ছে- যিলহজ্জের দশদিন। এবং যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: : “আর নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরিকের দিন। এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন।”[সহিহ মুসলিম

তাকবীর হলো- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার,লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহীল হামদ।

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ (আরাফার দিন ফজর থেকে) থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আসর সালাতের পর পর্যন্ত যে কোন সময়ে বিশেষভাবে ফরয সালাতের পর(বিশেষ সময়ের তাকবীর) পড়া মুস্তাহাব।

হাজীসাহেব ইহরাম করার পর থেকে ঈদের দিন জমরাতে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ায় মশগুল থাকবেন। এরপর তাকবীর দেয়ায় মশগুল হবেন। উল্লেখিত জমরাতে প্রথম কংকরটি নিক্ষেপ করার সময় থেকে তিনি তাকবীর দেয়া শুরু করবেন। যদি তাকবীর বলার সাথে তালবিয়াও বলেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু আনাস (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছে: “আরাফার দিন কেউ তালবিয়া দিত; আর কেউ তাকবীর দিত; কাউকে বারণ করা হত না”।[সহিহ বুখারী] তবে, উল্লেখিত দিনগুলোতে মুহরিম ব্যক্তির জন্য তালবিয়া পড়া উত্তম। আর হালাল ব্যক্তির জন্য তাকবীর বলা উত্তম।

৫। হজ্ব ও উমরা

৬। ঈদের সালাতে গমন

৭। কুরবানী করা

হাফেয ইবন হাজর রহিমাহুল্লাহ তদীয় ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন,‘যিলহজের দশকের বৈশিষ্ট্যের কারণ যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এতে সকল মৌলিক ইবাদতের সন্নিবেশ ঘটে। যথা : সালাত, সিয়াম, সাদাকা, হজ ইত্যাদি। অন্যকোনো দিন এতগুলো ইবাদতের সমাবেশ ঘটে না।’ [ফাতহুল বারী : ২/৪৬০]

তাকবীরঃ

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার,লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহীল হামদ।
(অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ
(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। সমস্ত প্র

তাকবীর দুই প্রকার:

১। সাধারণ তাকবীর: যে তাকবীর কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। সবসময় দেয়া সুন্নত: সকাল-সন্ধ্যায়, প্রত্যেক নামাযের আগে ও পরে, সর্বাবস্থায়।
২। বিশেষ তাকবীর: যে তাকবীর নামাযের পরের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ তাকবীর যিলহজ্জ মাসের দশদিন ও তাশরিকের দিনগুলোর যে কোন সময়ে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ তাকবীরের সময়কাল শুরু হয় যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে (অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে) তাশরিকের সর্বশেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩ ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

আর বিশেষ তাকবীর দেয়া শুরু হয় আরাফার দিনের ফজর থেকে তাশরিকের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এর সাথে সাধারণ তাকবীর তো থাকবেই)। ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়বে, এরপর 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলবে, এরপর তাকবীর দিবে।

তাকবীরের সময়কালের এ বিধান যিনি হাজী নন তার জন্য প্রযোজ্য। আর হাজী সাহেব কোরবানীর দিন জামারা আকাবাতে পাথর মারার পর থেকে বিশেষ তাকবীর শুরু করবেন। মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৩/১৭) ও বিন উছাইমীনের 'আল-শারহুল মুমতি' (৫/২২০-২২৪)

আরাফার দিবসের মর্যাদা

১। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ হলো আরাফার দিন।সকল মুসলিমদের জন্যই একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম। সূরা আল মায়িদা: ০৩

* ইহুদীরা উমর রা. কে বললো যে, আপনারা এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করে থাকেন যে, যদি সেই আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা সেই দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম। উমর রা. এ কথা শুনে বললেন, আমি জানি কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, আর অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূল স. কোথায় ছিলেন। হ্যা, সেই দিনটি হল আরাফার দিবস। আল্লাহর শপথ! আমরা সেদিন আরাফার ময়দানে ছিলাম। আর আয়াতটি হলো, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম”। সহিহ বুখারী: ৪৬০৬
ইবনে আব্বাস রা. বলেন : সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে দুটো ঈদের দিনে। তাহল জুমআর দিন ও আরাফাহ দিবস। সহিহ সুনানে তিরমিজিঃ ২৪৩৮

২। এ দিন হল ঈদের দিন সমূহের একটি
আবু দাউদ সাহাবি আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : আরাফাহ দিবস, কোরবানির দিন, ও আইয়ামে তাশরীক (কোরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়ার দিন। সহিহ সুনানে আবু দাউদঃ ২১১৪

৩। আরাফাহ দিবসের রোজা দু বছরের কাফ্ফারা

* সাহাবী আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স.-কে আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইহা বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।সহিহ মুসলিমঃ ১১৬৩

* ইমাম আহমদ ইকরামা থেকে বর্ণিত। আমি আবু হুরাইরা রা. এর সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করি, আরাফার দিনে (৯ই যিলহজ্জ) আরাফার ময়দানে অবস্থানরত(হাজ্জ পালনে রত) ব্যক্তির সাওম পালনের বিধান কী? তিনি বলেন,রাসূল স.আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীকে সওম পালনে নিষেধ করেছেন।মুসনাদে আহমাদ: ২০৪/২

* রাসূলে করীম স. আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে পানাহার করেছেন।তার সাথে অবস্থানরত লোকজন তা দেখেছে। মুসলিম: ১১২৩, ১১২৪

৪। আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন

- আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না।তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন,তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ? মুসলিম: ১৩৪৮
- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরাফাতে অবস্থানকারীদের নিয়ে আসমানের অধিবাসীদের কাছে গর্ব করেন। বলেন, আমার এ সকল বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে। আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ

* রাসূল স. বলেছেন-শ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে এই দিবসের দু'আ। আমি এবং নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ূমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সহিহ আল বুখারী, মুসলিম

এই শ্রেষ্ঠ দু'আটি বেশী বেশী পড়া সুন্নাত, এর অর্থ হলো-আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকারভুক্ত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর প্রাপ্য। তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

৫। ৯ই জিলহজ্জ, শুক্রবার দুপুরের পর আরাফাত ময়দানে সমবেত লাখো সাহাবীর উদ্দেশ্যে মহানবী স: এক ঐতিহাসিক(বিদায় হজ্জ) ভাষণ দেন।

তারিখ(যিলহজ্জ)	১লা	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম(আরাফা)	১০ম(ঈদের সালাত ও কুরবানী)	ত্রুটি সংশোধন
সালাত(ওয়াক্ত ও জামা'আত) ফরয-সুন্নাত-ওয়াজীব											
নফল সালাত তাহাজ্জুদ/ইশরাক/দুহা											
কুর'আন তেলাওয়াত রাত মূলক/ সাজদা কুর'আন অর্থসহ ফযরের ওয়াক্তে											
কুর'আন অধ্যয়নঃ যেকোন সূরা নির্বাচিত করে তাফসির সহ পড়া,নামঃ											
মুখস্থঃ সূরা মূলক/কাহাফ/৩০তম পারার ২টি বড় সূরা/নিজ পরিকল্পনায়											
সাওম কাজা আদায়/নফল											
দান (আত্মীয়,মিসকীন,ফকির,এতিম) অর্থ/খাদ্য											
রোগীর সেবা অর্থ/খাদ্য/পরামর্শ/দু'আ											
কল্যান কাজে অংশগ্রহনঃ দীন প্রচার পানির ব্যবস্থা/কর্মসংস্থান বিয়ে/চিকিৎসা/মসজিদ/রাস্তা/ঘর বানাতে/ঋন মুক্তি/অন্যান্য											
দাওয়ার কাজঃ পারিবারিকতালিম/ফোন/সোস্যাল মিডিয়া/জুম ক্লাশ/বই উপহার											
তাকবীর/তাওবা ইস্তিগফার ও দু'আ											
সকালের যিকির											
বিকালের যিকির											
ফরয সালাতের পর যিকির											
ঘুমের পূর্বের যিকির											

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

جزاك الله خيرا